মুক্তমনা ওয়েব সাইট ও জনাব কাসেমের ইসলামিক নারী দিবস।

যিনি জেগে ঘুমান তাকে জাগানো যায় না। কথাটি শ্রী অভিজিৎ রায় ও জনাব আবুল কাসেমসহ বেশ কয়েকজন মুক্তচিন্তার (Freethinker) দাবীদারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমাজ ও ইতিহাস জ্ঞান বিবর্জিত উক্ত ভদ্রলোকরা দেখতে পান না যে, সকল ধর্ম নির্বিশেষে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আদিকাল থেকে নারী নির্যাতিত হয়ে আসছে। শরীয়া আইনের শিকার বলে কথিত মুসলমান নারীটি আসলে যে গ্রাম্য সমাজপতিদের স্বার্থ ও যৌন লালসার শিকার তা "ভদ্রলোকের এক কথা" এ বিশ্বাসী উক্ত ভদ্রলোকেরা দেখতে পান না। তাই অশালীন ভাষায় ইসলামকে আক্রমন ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে চলছেন, যা মুক্তচিন্তার আওতাভুক্ত বিষয় নয়। একজন মুক্তচিন্তার মানুষ স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বক্তব্য পেশ করেন। ধর্ম তার কাছে সমাজ ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত প্রপঞ্চ, বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। সংশ্লিষ্ট সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সময়ের উপর সাধারণ মানুষের ধর্মীয় চিন্তাভাবনা নির্ভরশীল। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও সাধারণ মানুষের ধর্ম এক জিনিষ নয়। বিপরীতে ধর্মীয় রক্ষণশীল তার পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসের কথাই বলতে থাকে। রায় বাবু ও কাসেম সাহেবেরা আলোচ্য বিভাজন ও সমাজ বিবর্তন তত্ত্ব বোঝতে অক্ষম বিধায় স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় না নিয়ে ফ্যানাটিকদের মত নিজেদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের উপর আক্রমন করে চলছেন।

Freethinker এর অভিধানিক অর্থ হলো One who has rejected authority and dogma esp. in his religious thinking, in favor of rational inquiry and speculation (যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধান ও অনুমানের পক্ষে নিজের ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে গোড়ামী ও কর্তৃত্ব পরিত্যাগকারী)। অর্থ্যাৎ যিনি ধর্মকে ঐশ্বারিক বিষয় হিসাবে অবলোকন না করে ইতিহাসের প্রপঞ্চ হিসাবে দেখেন, তিনি মুক্তচিন্তার মানুষ। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি অভিধানিক অর্থের বিকৃতি ঘটিয়ে শব্দটির অর্থ নাস্তিক করে ফেলেন। ইসলাম সপ্তম শতাব্দির আরব ইতিহাসের প্রপঞ্চ। তদকালীন আরবের সামাজিক প্রয়োজনে ইসলামের আগমন। কোরাণ তদকালীন আরবের সামাজিক আইনের চাহিদা পুরণ করেছে। নবম ও দশম শতাব্দির মধ্য এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের তদকালীন ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাজা-বাদশাহদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে উক্তাঞ্চলের সাধারণ মানুষের সামাজিক চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে হাদিস ও শরীয়া আইন প্রণোদিত। অর্থ্যাৎ ইসলাম ও কোরাণের ব্যাখ্যা সমাজ পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তীত। তাই ইসলাম ও কোরণকে দেখতে হবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে।

রক্ষণশীল দেশ সৌদী আরবসহ বর্তমান বিশ্বের মুসলিম প্রধান কোন দেশেই শরীয়া আইন চালু নাই। প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব সংবিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক ও নারী সংগঠন সমূহ সাধারণ মানুষের চিন্তাচেতনার স্তর ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে নিজ দেশের সংবিধান আধুনিকায়ণ করার সংগ্রাম করছে। অন্যদিকে মৌলবাদী শক্তি এবং শাসক গোষ্ঠি সাম্রজ্যবাদের সহায়তায় এই সংগ্রামে বাধা সৃষ্টি করছে। তারা ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে প্রচার চালাছে। এমতাবস্থায় ধর্মের কুৎসা প্রচার প্রতিক্রিয়াশীল ও শাসক গোষ্ঠির হাতকেই শক্তিশালী করে। ধারণা করা হচ্ছিল মুক্তচিন্তার সংজ্ঞা সংক্রান্ত ভুল শিক্ষার কারণে ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজে তারা রত হয়েছেন। তাই উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আমাদের অনেকেই যুক্তিসহকারে তাদেরকে বোঝেতে চেষ্টা করেণ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের সকল চেষ্টাই বৃথা। সামাজিক নর্ম (Norm) বোঝার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে

ভদ্রলোকেরা ব্যর্থ হচ্ছেন, যদিও ভরণ পোষণের জন্য তাদের ডিগ্রী আছে। মৌলবাদীদের মত তারা প্রতিজ্ঞা করেছেন নৃবিজ্ঞান ও সমাজ বিবর্তন বোঝবেন না।

আলোচ্য মুক্তচিন্তার দাবীদাররা নিজেদেরকে বর্তমানে যুক্তিবাদী হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন। যৌক্তিক হওয়ার পূর্বশর্ত হলো প্রতিটি ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা। মনোবিজ্ঞানের ভাষ্য অনুযায়ী পেটের ক্ষুধা, যৌন ক্ষুধা ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি মানুষের দুর্বলতা স্বভাবজাত। ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি দুর্বলতা কোন পর্যায় গেলে রক্ষণশীলতায় পর্যবসিত হয় তার কারণ খোঁজ না করে কটুক্তি করা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় বহন করে।

বাংলাদেশ পরিচালিত হয় সংবিধান দ্বারা। কোন ব্যক্তি কর্তৃক ফতোয়া জারী হাই কোর্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় দশম শতাব্দির শরীয়া আইনের কাল্পনিক বাস্তবায়ন ভয়ে ইসলাম ধর্ম ও সকল মুসলমানদের বিরুদ্ধে কটুক্তির মত গর্হিত কাজ থেকে রায় বাবু বর্তমানে নিজে বিরত থাকলেও অন্যকে উৎসাহ দিয়ে চলছেন। অর্থ্যাৎ নিজে গাজা খান না, কিন্তু অন্যে গাজা খেলে, তাকে উৎসাহ দেন। যার প্রমান "ইসলামিক নারী দিবস" শিরনামে জনাব আবুল কাসেমের ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও মুসলান নারীদেরকে হেয় ও অপমানকারী লেখার বক্তব্য খন্ডন সংক্রান্ত শ্রী মানশ চৌধুরীর লেখার প্রতিউত্তরে রায় বাবুর মন্তব্য।

সমালোচনার প্রেক্ষাপটে রায় বাবু কোরাণের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেও বেদ ও বাইবেলের বিরুদ্ধে অশালীন উক্তি করা থেকে বিরত নাই। প্রগতিশীল ব্যক্তি, সে যে ধর্মীয় ব্যাকগ্রাউন্ডেই জন্ম গ্রহন করে থাকুক না কেন, বেদ, বাইবেল ও কোরণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তার কাছে আদি সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন সময়ের ও পর্যায়ের ঘটনার ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ দলিল, অশালীন মন্তব্যের বিষয়বস্তু নয়। সমাজ বিবর্তন তত্ত্ব জ্ঞান বিবর্জিত রায় বাবু ধর্ম গ্রন্থগুলিকে অবলোকন করেছেন মৌলবাদীদের মত ঐশ্বারিক কেতাব হিসাবে। অর্থ্যাৎ বিজ্ঞান প্রেমিক শ্রী অভিজিতের দৃষ্টিভঙ্গী মৌলবাদীদের মত পশ্চাতমূখী।

বালক বয়েসে অন্যদের মত রায় বাবু যে সকল আচরণ করেছেন, তা আজ স্মরণ করতে পারলে বা মাতাপিতা উল্লেখ করলে তার নিজেরই হাসি পাবে। অনুরূপ ভাবে ধর্ম গ্রন্থগুলির রচনীয় কাল ছিল সভ্যতার বালক কাল। থমাস পেইন, হার্ভে জনসন বা বারট্র্যান্ড রাসেল সভ্যতার সেই বালক কালের কথাই উল্লেখ করেছেন। আব্রাহাম বা চার্বাককালীন প্রাচীন এবং বর্তমানকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এক নয়। সতীদাহ বা ডাইনি পোড়ানো সংশ্লিষ্ট ধর্মের মূল বিধিতে ছিল না, পরবর্তীকালে ধর্মীয় আচরণে যুক্ত হয়েছিল, যা বর্তমান কালের সমস্যা নয়। আবার বর্তমান কালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর লুম্পেন চরিত্র দেখে কেউ যদি মনে করেন, বাঙ্গলীরা লুম্পেন, তাহলে তিনি ভুল করবেন। অতএব বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশ ও সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে। চলমান সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায় সংঘঠিত ঘটনাগুলি ঘটিতব্য ঘটনার নিয়মক এবং ভবিষ্যৎ সভ্যতার ভীত। দাস সভ্যতার উদ্ভাবন না ঘটলে বর্তমান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটতো না। রাসয়ন শাস্ত্রে যাকে বলে চেইন রিঅ্যাকশন। সমাজের এই চেইন রিঅ্যাকশনের নিয়মক হলো সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা, ধর্ম নয়। তাই সামাজিক সমস্যার জন্য ধর্মকে দয়ী করা যায় না। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা কুক্ষিগত করতঃ শোষন বজায় রাখার লক্ষ্যে শাসক গোষ্ঠি ও তার সহায়ক শক্তি প্রতিক্রিয়াশীলেরা ধর্মকে ব্যবহার করে । তাই সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য আঘাত হানতে হবে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়।

সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার ধরণ সভ্যতার মাপকাঠি, যা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্মের নিয়মক। উৎপাদন ব্যবস্থার ধরণের ভিন্নতার কারনে বিভিন্ন দেশ সভ্যতা বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান। স্বল্প উন্নত দেশের সম্পদ ও বাজার দখলের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের শাসক গোষ্ঠিকে ও প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে বিভিন্ন ভাবে কমিশন সরবরাহের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বশ করার চেষ্টা করে। ব্যর্থতায় ইরাকের মত দেশটি দখল করে নেয়। সেকুলার ইরাকের সাদ্দাম ভাল কি মন্দ তা নির্ধারণ করবে ইরাকিরা, মার্কিন প্রশাসন নয়। চেলাবি, আলওয়াবি বা জাফারীর মত মীরজাফর দ্বারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাদ্দামকে উচ্ছেদে ব্যর্থ হয়ে দেশটি দখল করে উক্ত মীরজাফরদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে শীয়া-সুন্নি ধর্মীয় বিবেদ সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের পুতুল নাচ মার্কিন প্রশাসন খেলাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে সৌদী রাজ্য ও রাজতন্ত্র সৃষ্টি। সৃষ্টি থেকে বিগত ৮০ বছর ধরে উক্ত রাজ পরিবার বিনাবাক্যে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি নির্দেশ পালন করে আসছে। ইরানের জাতিয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারকে আর্মি ক্যু এর মাধ্যমে উচ্ছেদ করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতঃ মার্কিন প্রশাসন সমর্থক পাহলবী পরিবার প্রধান শাহের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। প্রগতিশীলদের নেতৃত্বে শাহের বিরুদ্ধে ইরানী জনগণের আন্দোলন তীব্রতর হোতে থাকলে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিনীদের সহায়তায় আয়াতুল্লাহ খোমেনীর উত্থান ঘটে। যেমনটি বর্তমান ইরাকের সিসতানী। খোমেনীর মাধ্যমে ইরানে ইসলামিক বিপ্লব ঘটানো হয়। সৌদী আরব, ইরান ও ইরাকের মত পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও সুদানের বিগত ৫০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, উক্ত দেশ সমূহের সকল অসুভ ঘটনার মূল নায়ক সাম্রাজ্যবাদ, ইসলাম নয়। সাম্রাজ্যবাদের ইশারায় সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও শাসক গোষ্ঠি ইসলামকে দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহার করেছে। ইরানের বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত। ইরানীরা যদি বিপ্লব করে মার্কিন দালাল শাহাকে অপসারিত করতে পারে, তবে অপছন্দ হলে বর্তমান সরকারকেও অপসারিত করতে পারবে। এখানে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ কাম্য নয়।

সামগ্রিক ভাবে বিষয়গুলি বিশ্ব ভূ-রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। বিষয়গুলি বোঝার জন্য ভূ-রাজনীতি, সমাজ বিবর্তন তত্ত্ব ও তার বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। রাজনীতি হলো স্বার্থের খেলা। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্ম ব্যবহৃত হয়। তাই মূল শত্রু হলো প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠি এবং তার বন্ধু সাম্রাজ্যবাদ, ধর্ম নয়। পূর্বনির্ধারিত ধারণা, সমাজ বিশ্লেষণে টুলস প্রয়োগে এবং টার্গেট চিহ্নিত করতে অজ্ঞতা হেতু রায় বাবু বিশ্ব ভূ-রাজনীতি ও সামাজিক দ্বন্দ্ব বোঝতে এবং বিশ্লেষণে বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন।

ভারতের ভুমিপুত্র দলিতরা আর্য্যদের বর্ণ প্রথার ঐতিহাসিক শিকার ছিল। সমাজ বিবর্তনের ফলে আধুনিক ভারতে রামও নাই, অযোধ্যাও নাই, অর্থ্যাৎ আর্য্যও নাই, বর্ণ প্রথাও নাই। আধুনিক ভারত, অর্থ্যাৎ পুজিবাদী ভারতীয় সমাজে নূতন শ্রেনী বিন্যাস ঘটেছে। ভারতীয় বর্তমান দলিতরা উক্ত শ্রেনী বিন্যাসের শিকার। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠি হিন্দুতভাদের মাধ্যমে গোধরা ও অযোধ্যার ঘটনা সৃষ্টি করে হিন্দু শাস্ত্রাবলম্বী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোটের বাক্স ভরার চেষ্টা করছে।

ইতিহাস ও সমাজ জ্ঞান বিবর্জিত জনাব আবুল কাসেম মধ্য যুগে রচিত হাদিসে বর্ণিত উদহারণ দিয়ে ইসলাম ধর্মের কুৎসার কাওয়ালী গেয়ে হিন্দুতভা এবং মার্কিন নব্য কনদের স্বার্থ রক্ষা করে চলছেন। মধ্য প্রাচ্যের স্বার্থের রাজনীতি বোঝার মত বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভাব হেতু মাছি মারা কেরানীর মত কাসেম সাহেব নব্য কনদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে চলছেন। প্রভু নব্য কনেরা উদ্ধত (Arrogant) বিধায় কাসেম সাহেবও

হিজ মাষ্টার ভয়েজের মত উদ্ধত হয়ে যান। আর অভিজিৎ বাবুর মত ফ্যানাটিক নাস্তিকরা অবাস্তব কথাবার্তা ও পরিত্যাক্ত উদহারণ দিয়ে সমর্থনের জন্য এগিয়ে আসেন।

মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহনকারী মহিলাদের সম্পর্কে কাসেম সাহেবের উদ্ধত কটুক্তির বিরুদ্ধে এবং মানশ বাবুর সমর্থনে শ্রীমতি ফরিদা মজিদের প্রতিবাদের সাথে মডারেটরের নোট যুক্ত করে মুক্তমনা ওয়েব সাইট তার চরিত্র পুন প্রকাশ করল। মানুষকে ”ছাগল” এর সাথে তুলনা করার চেয়েও তাকে ”ব্রাউন সাহেব” ও ”উলভিস” চরিত্রের সাথে তুলনা করা কি খারাব?

সেতারা হাশেম ০৩/১৮/০৫